যুগান্তর

তারিখ : 09 AUG 2016
পৃষ্ঠা : ৬ ... কলাম ... ৬

ড. মো. সোহেল রহমান

জিপিএ ব্যবস্থায় নম্বর প্রকাশ

বিভিন্ন পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল থেকেই জিপিএ'র পাশাপাশি নম্বরপত্রও দেয়া হবে, যেখানে বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করা থাকবে। সেই সঙ্গে বিস্তারিত নম্বরগুলোও, অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক, বড় প্রশ্ন, ব্যবহারিক ইত্যাদি সব বিভাগেই একজন ছাত্র কত পেয়েছে তাও সে নিজেই ইন্টারনেট থেকেই জানতে পারবে। এ বিষয়টি নিয়ে কিছু বিশ্লেষণের জন্যই এ লেখা।

কিছুদিন আগে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর একটা লেখা লিখেছিলাম। সেখানে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যার মধ্যে একটি ছিল আজকালকার ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতাবিমুখতার কথা। সবাই হয়তো আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন না; কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে, আমাদের জিপিএনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় অনাকাঙ্ক্ষিত বাই-প্রোডাক্ট হল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতায় ভাটা পড়া— আশি পেলেই যদি প্রথম সারিতে চলে যাওয়া যায়, তাহলে ক'জন আর চেষ্টা করবে নব্বই বা একশ' পাওয়ার? এখন যদি ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশিত হয়, তাহলে হয়তো উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা আবার তাদের মধ্যে জাগ্রত হবে। এটি অবশ্যই একটা ভালো দিক।

এ পদক্ষেপের সবচেয়ে ভালো দিক কিন্তু অন্য আরেক জায়গায়। যখন লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে আপনি কীভাবে পার্থক্য করবেন? এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর সবাই ভেবেছে, সে সবচেয়ে সেরা একজন ছাত্র বা ছাত্রী। কিন্তু যখন কলেজে ভর্তির জন্য সে অপশন দিয়েছে, তখন হয়তো সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে তার দেয়া অপশনের কোনোটাই সে পায়নি। এমনটি কেন হবে? কারণ, যদি ১ লাখ আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেকেই জিপিএ-৫ পায়, তবে তো তাদের মধ্যে একজনকে ১ লক্ষতম হতেই হবে; সুতরাং সে তার পছন্দের কলেজটি পাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তো আমাদের শিক্ষা বোর্ডগুলো কীভাবে এই ১ লাখ ছেলেমেয়েকে আলাদা করবে? আমরা যতদূর জানি, কলেজে ভর্তির জন্য বোর্ড থেকে একটি আলাদা মেধা তালিকা তৈরি করা হয়, যার ভিত্তিতেই ভর্তি চূড়ান্ত করা হয় এবং এ মেধা তালিকা কোথাও প্রকাশ করা হয় না। আমি আগে অন্য অনেক জায়গায় বলেছি এবং পাঠক নিজেও চিন্তা করে দেখুন এ বিষয়টা কতখানি অন্যায় ও দুর্নীতিপ্রবণ। এখন যদি সবার নম্বর প্রকাশিত হয়, তাহলে (আমার বিনম্র বিবেচনায়) এ প্রতারণামূলক ব্যবস্থাটি আর গ্রহণ করা লাগবে না। সুতরাং এদিক থেকেও এ পদক্ষেপ খুবই ইতিবাচক।

এবার তাহলে ভিন্ন একটি আলোচনা করা যাক। এক অর্থে, এ জিপিএ'র পাশাপাশি আবার নম্বর প্রকাশ করা কিন্তু একটু খটকার বিষয়ও বটে। একদিকে আপনি বলছেন, রহিম আর করিম দু'জনই গণিতে সর্বোচ্চ জিপিএ পেয়েছে এবং এ বিচারে তারা একই স্তরের ছাত্র; কিন্তু তাদের নম্বরপত্র হয়তো বলবে, রহিম পেয়েছে ১০০ আর করিম পেয়েছে ৮০। বুদ্ধিমান পাঠক কি কিছু আঁচ করতে পারছেন? একটা উদাহরণ নেয়া যাক। আমাদের হিসাব সহজ করার জন্য ধরা যাক তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। উপরের মতোই রহিম গণিতে পেয়েছে ১০০, পদার্থবিদ্যায় ৯৫; কিন্তু রসায়নে সে পেয়েছে ৭৯ অর্থাৎ, সে কিন্তু গোল্ডেন জিপিএ পেল না। তবে তার মোট নম্বর তিনশ'তে ২৭৪। আর করিম তিনটি বিষয়েই পেয়েছে ৮০ করে। অর্থাৎ, তার মোট নম্বর ২৪০। সে কিন্তু গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে! তাহলে এখন কী হবে? কে ভালো ছাত্র হিসেবে বিবেচিত হবে? রহিম, যে কিনা করিমের থেকে ৩৪ নম্বর বেশি পেয়েছে; কিন্তু গোল্ডেন জিপিএধারী নয়? নাকি করিম, যে কিনা গোল্ডেন জিপিএধারী?

যে সমস্যার কথা বললাম, তার খুব ভালো সমাধান আমার কাছে নেই। অনেকে হয়তো সেই পুরনো আমলের লেটার পাওয়ার সঙ্গে উপরের উদাহরণের সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন। সেই পদ্ধতি অনুযায়ী রহিম দুটি লেটার পেয়েছে আর করিম পেয়েছে তিনটি। তবে সেই পদ্ধতিতে তিন বিষয়ের লেটার মিলে সম্মিলিতভাবে কোনো লেটারের প্রশ্ন আসত না (স্টার নম্বরে একটা বিষয় ছিল, যা শুধু মোট নম্বরের ওপর নির্ভর করত)। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে সম্মিলিত জিপিএ ব্যাপারটা থাকবে। আর সেই সময়ে মোট নম্বরের বিষয়টিই সব সময় সর্বোচ্চ প্রাধান্য পেত। এখন আমাদের আগেই ঠিক করতে হবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনটিকে আমরা প্রাধান্য দেব— মোট নম্বর নাকি সম্মিলিত জিপিএ? পরিষ্কারভাবেই এ এক নতুন সমস্যার সূচনা করবে। আসলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সব সিদ্ধান্ত এডহক ভিত্তিতে নিয়ে সমস্যাগুলোর আপাত সমাধান করার চেষ্টা করি। এতে একটি সমস্যার আপাত সমাধান হয়; কিন্তু অন্য একটি বড় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

আমাদের আসলে অনেক চিন্তাভাবনা করে এ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে যে বেশি নম্বর পেয়েছে আমি তাকেই সামনে রাখতে চাইব; কিন্তু জিপিএ ব্যবস্থাটা যেখানে মূল ব্যবস্থা, সেখানে নীতিগতভাবে তা কতখানি ঠিক হবে? আইনগতভাবেই বা তা কতখানি সিদ্ধ হবে? এ প্রশ্ন রেখেই শেষ করছি।

ড. মো. সোহেল রহমান : *অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সিএসই বিভাগ, বুয়েট*
sohel.kcl@gmail.com

আমাদের আগেই ঠিক করতে হবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনটিকে আমরা প্রাধান্য দেব— মোট নম্বর নাকি সম্মিলিত জিপিএ? পরিষ্কারভাবেই এ এক নতুন সমস্যার সূচনা করবে। আসলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সব সিদ্ধান্ত এডহক ভিত্তিতে নিয়ে সমস্যাগুলোর আপাত সমাধান করার চেষ্টা করি। এতে একটি সমস্যার আপাত সমাধান হয়; কিন্তু অন্য একটি বড় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের আসলে অনেক চিন্তাভাবনা করে এ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।